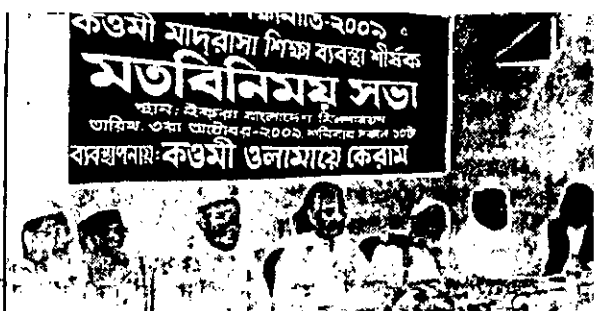

ইনকিলাব ঃ গতকাল দুপুরে ইকরা মিলনায়তনে জাতীয় শিক্ষানীতি '০৯ ও কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. খলীকুজ্জামান

শিক্ষানীতিতে প্রাক প্রাথমিক

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

বিশাল জনগোষ্ঠীকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে রেখে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। জাতীয় শিক্ষা কমিশনের কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান বলেন, কওমী শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ পর্যালোচনা করে তা জাতীয় শিক্ষা নীতিতে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব জাতীয় শিক্ষা নীতিতে রাখা হবে। তিনি বলেন, সকল শিক্ষা ধারায় মূল বিষয়সমূহ স্ব স্ব অঙ্গনের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করার প্রস্তাব জাতীয় শিক্ষানীতিতে রয়েছে। একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে জাতীয় শিক্ষানীতিতে যা রয়েছে তা হচ্ছে সকল শিক্ষা ধারায় অঙ্কে, বিজ্ঞান, পরিবেশ পরিচিতি, জলবায়ু ইত্যাদির মত কিছু বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্যভুক্ত থাকবে। আর এর লক্ষ্য, সকল শ্রেণীর মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে দক্ষভাবে গড়ে তোলা।

ড. খলীকুজ্জামান বলেন, ধর্মশিক্ষাভিত্তিক নৈতিক শিক্ষার কথা জাতীয় শিক্ষা নীতির খসড়ায় উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন, কওমী শিক্ষা কমিশন গঠন করে কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত কওমী শিক্ষা ধারার সুপারিশ জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়ায় অন্তর্ভুক্তির জন্য কওমী ওলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারায় শিক্ষা কমিশনের খসড়ায় কওমী শিক্ষা ধারার বিষয় উল্লেখ করা যায়নি। আগামী কিছুদিনের মধ্যে এরূপ কোন সুপারিশ পেলে জাতীয় শিক্ষানীতিতে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে। শিক্ষা কমিশনের অন্য সদস্যগণ এ প্রসঙ্গে বলেন, একটি স্বাধীনতা বিরোধী ইসলামী দল কর্তৃক বিশেষ সুবিধা দিয়ে বেফাকের কতিপয় কওমী নেতৃবৃন্দকে তাদের প্রভাব বলয়ে রেখে তাদের দ্বারা কওমী শিক্ষা কমিশন গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এরা কওমী শিক্ষার স্বার্থ চায় না। তাদের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। এদের সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে। অন্যথায় ইসলামের মৌল শিক্ষা বিলুপ্ত হবে।

দেশের বিশিষ্ট কওমী ওলামায়ে কেরামের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্যগণের সাথে চৌধুরীপাড়াস্থ ইকরা মিলনায়তনে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তারা একথা বলেন। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকার মালিবাগ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওঃ কাজী মোতাসিম বিল্লাহ। শিক্ষা কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সদস্য সচিব ড. ইকরামুল কবীর, অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ (সদস্য), এবিএম সিদ্দিকুর রহমান (সদস্য), ইফার বোর্ড অব গভর্নর্স মিসবাহুর রহমান চৌধুরী ও ডঃ শাহাদাৎ হোসেন। ওলামায়ে কেরামের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কওমী মাদরাসা সংহতি পরিষদ চেয়ারম্যান আল্লামা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, আজাদ দ্বীনি শিক্ষা বোর্ড, সিলেট প্রতিনিধি ঃ মাওঃ শফিকুল হক আমকুনী, কওমী মাদরাসা ফেডারেশনের সেক্রেটারী ঃ মাও. মুফতি রুহুল আমিন, ত্বানজিমুল মাদারেস (উত্তরবঙ্গ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিনিধি ঃ মাও. হুসাইন আহমদ ও মাওঃ আইয়ুব আল আনসারী, এলায়রায়ে তালিমিয়া বি-বাড়িয়া প্রতিনিধি,- মাওলানা মোবারক উল্লাহ ও মুফতী রহমত উল্লাহ বেফাকুল মাদরিসিল আরাবিয়া প্রতিনিধি, মুফতী মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা ইয়াহইয়া মাহমুদ, কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড খুলনার প্রতিনিধি, মাওলানা সদাকুল্লাহ কাশেমী, কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড-এর চট্টগ্রাম প্রতিনিধি মাওলানা যাকারিয়া নোমান, ময়মনসিংহ-এর প্রতিনিধি মওলানা রুহুল আমিন সিরাজী, কিশোরগঞ্জ জেলার প্রতিনিধি মাওলানা সাঈদ নিজামী, কুমিল্লা জেলার প্রতিনিধি মাওলানা আবু সুফিয়ান সাকী, গাজীপুর জেলা প্রতিনিধি মাওলানা আফছারুজ্জামান, মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি মাওলানা হাফিজ উদ্দীন, হবিগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি মাওলানা মাসউদুল কাদির ও নরসিংদী জেলা প্রতিনিধি মাওলানা হুসাইন বাদ্রা।

কমিশন সদস্য ড. কাজী ফারুক বলেন, নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের ঐতিহ্য আছে। ঐতিহ্যের ধারক হলেন কওমী মাদরাসার ওলামায়ে কেরাম। তাই আমি আশা করবো সহনশীল জাতি হিসেবে শুধু পরকালেই নয়, জাগতিক সমৃদ্ধিও আমাদের অর্জন করতে হবে।

মিশন সদস্য ড. ইকরামুল কবির বলেন, ইসলামী শিক্ষা ছাড়া নৈতিকতা আসে না। তাই জাতীয় জীবনে কার্যকর ভূমিকা রাখে ধর্মভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা।

এবিএম সিদ্দিকুর রহমান বলেন, শিক্ষা কমিশনে কওমী মাদরাসাকে সম্পৃক্তকরণ জরুরী। কওমী মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরা এদেশের নাগরিক। নাগরিক হিসেবে সবারই সমান অধিকার। তাছাড়া কওমী মাদরাসা এদেশের শিক্ষার বুনিয়াদ।

কওমী মাদরাসা সংহতি পরিষদের চেয়ারম্যান আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ বলেন, আমাদের দেশে বারবার শিক্ষানীতি পরিবর্তন হচ্ছে। এক সময় প্রতি বছর নতুন বই কিনতে হতো না। বারবার পরিবর্তনের কারণে আমাদের শিক্ষানীতি অবস্থা বাজপাখির মতো হয়ে গেছে। শিক্ষানীতি প্রণয়নকারীদের উচিত সর্বস্তরের মানুষের মননের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্বীকৃতি নিয়ে শিক্ষানীতি তৈরী করা। এক পর্যায়ে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার কথা তুলে ধরে